যুগান্তর

তারিখ 24 JAN 2006
পৃষ্ঠা কলাম

ডিগ্রি পরীক্ষার তারিখ নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খামখেয়ালিপনা

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরে চলছে বিশৃঙ্খল অবস্থা। চলমান ডিগ্রি পরীক্ষার তারিখ নিয়েই শুরু হয়েছে জটিল অবস্থা। নির্ধারিত তারিখের আগেই পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করলেও আগের তারিখেই পরীক্ষা গ্রহণ করা নিয়ে এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন নিয়ে খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের কারণে ডিগ্রি পরীক্ষার হাজার হাজার পরীক্ষার্থী উদ্বিগ্ন। এ নিয়ে পরীক্ষার্থী-অভিভাবকরা ক্ষোভও প্রকাশ করেন। ২০০৫ সালের ডিগ্রি পাস, সাবসিডিয়ারি ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন নিয়ে এই হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও এই ডিগ্রি পরীক্ষার কেন্দ্রগুলো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দিয়ে পরিদর্শনের নামে ২৪ লাখ টাকা অপচয়ের কাহিনীও ঘটে এবার।

জানা যায়, গত ২২ জানুয়ারি বিরোধী দলের ডাকা হরতালের কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই দিনের অনুষ্ঠিতব্য বিষয়গুলোর পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করে আগামী ২৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা দেয়। এ জন্য যুগান্তরসহ

জাতীয় : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ২

জাতীয় : বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞপনও দেয়। ২২ জানুয়ারি তারিখে ইসলামিক স্টাডিজ, কম্পিউটার সায়েন্স ও ফলিত শিল্পকলার প্রথম পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। বিজ্ঞাপনে এসব পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের সঙ্গে মার্কেটিং প্রথম পত্রের পরীক্ষার তারিখও পরিবর্তনের ঘোষণা দেয় এবং ২৭ জানুয়ারি গ্রহণের কথা বলা হয়। মার্কেটিং প্রথম পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ২১ জানুয়ারি। অর্থাৎ হরতালের আগের দিন। পরীক্ষার্থী-অভিভাবকরা যুগান্তর অফিসে ফোন করে অভিযোগ করেন, হরতালের কারণে ২২ জানুয়ারির পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হল। কিন্তু কি কারণে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই হঠাৎ করে ২১ জানুয়ারির পরীক্ষা স্থগিত করা হল? সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবার হঠাৎ করেই আগামী ২৭ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য এই মার্কেটিং প্রথম পত্রের পরীক্ষা স্থগিত করার ঘোষণা দেয়। পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, তাদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই খেয়ালিপনা খেলার অধিকার কে দিয়েছে? সূত্র জানায়, ২১ তারিখের পরীক্ষা স্থগিত করা হলেও রাজশাহীর পুঠিয়াসহ বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে এ দিনের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষার্থীরা প্রায় ২ ঘণ্টা পরীক্ষা দেয়ার পর জানতে পারে এদিনের পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থগিত করেছে। শুধু তাই নয়; গত ১৭ জানুয়ারির ঘোষিত সময়সূচির অর্থনীতি, আরবিসহ অন্য পরীক্ষাগুলোও একদিন আগে অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারি গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সাধারণত কোন কারণে পরীক্ষা স্থগিত হলে সেগুলো পরে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ঘোষিত তারিখের আগে পরীক্ষা গ্রহণের কোন নজির নেই। এভাবে ঘোষিত তারিখের একদিন আগে পরীক্ষা নেয়ার ফলে অনেকেই পরীক্ষা দিতে পারেনি। এ বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর থেকে বলা হয়েছে, যারা এদিনের পরীক্ষা দিতে পারেনি তাদের পরীক্ষা পরবর্তী সময়ে নেয়া হবে। তবে সূত্র জানায়, এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'আগামী ২৭ তারিখ (শুক্রবার) সকাল সাড়ে ৯টায় অনুষ্ঠিতব্য মার্কেটিং (১ম পত্র), ইসলামিক স্টাডিজ (১ম পত্র) কম্পিউটার সায়েন্স (১ম পত্র) ও ফলিত শিল্পকলা (১ম পত্র) বিষয়ের পরীক্ষাগুলোর মধ্যে মার্কেটিং ১ম পত্রের পরীক্ষা স্থগিত করা হল। মার্কেটিং ১ম পত্রের পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। অন্য বিষয়গুলোর পরীক্ষা যথারীতি আগামী ২৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।'

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এভাবে বিভিন্ন অজুহাতে পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কাজের বারবার সংশোধিত বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি সাধন করে এবং ব্যক্তিগতভাবে তারা লাভবান হয়। অপর একটি সূত্র জানায়, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের অন্যতম একজন শীর্ষ কমকর্তা অফিসার সমিতির নির্বাচনে ব্যস্ত থাকায় দায়সারা গোছের পরীক্ষার রুটিনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এভাবে বর্তমান প্রশাসনের অদক্ষতা ও দুর্বলতা প্রকাশের জন্য গভীর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে সূত্র জানায়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম পর্ব অনার্স ভর্তি পরীক্ষা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সেমিস্টারের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করায় হাজার হাজার শিক্ষার্থী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারাদেশে মাত্র একদিনে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভর্তি পরীক্ষা 'গ- ইউনিটের' পরীক্ষা ২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা এ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা দুটি আলাদা আলাদা দিনে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।